الصلاة

অধ্যায়: নামাজ

فضائل الصلاة و اهميتها
নামাজের ফজিলত ও গুরুত্ব

নামাজ এমন এক ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। এ নামাজের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ তাআলার খুব কাছাকাছি হতে পারে। নামাজের মাধ্যমেই বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছুর সমাধান করে নিতে পারে। নামাজ শেষে মোনাজাতের মাধ্যমে নিজের দুঃখ কষ্ট এবং সকল প্রয়োজন সমাধা করতে পারে।
অলসতা এবং মনোযোগবিহীন নামাজ নিষ্প্রাণ দেহের মতো। এ নামাজ দিয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিজের দুঃখ কষ্ট এবং সকল প্রয়োজন সমাধা করে নিতে পারবে না। বরং এ ধরনের নামাজ নামাজির চেহারায় ছুড়ে মারা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, ধীরস্থিরভাবে নামাজে দাঁড়ায়, রুকু-সেজদা শান্তভাবে আদায় করে, একাগ্রতার সঙ্গে নামাজ পড়ে সে নামাজ উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে উপরে চলে যায় এবং নামাজির জন্য এভাবে দোয়া করে যে, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হেফাজত করেছ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামাজ আদায় করে, তার নামাজ কালো কুৎসিত হয়ে যায়। আর নামাজিকে এভাবে বদদোয়া দেয় যে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। তারপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সে নামাজকে পুরনো কাপড়ে পেঁচিয়ে (নামাজির) চেহারায় নিক্ষেপ করা হয়।' (তাবারানী, মুজামুল কাবীর, মুসনাদে বাযযার)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মনোযোগবিহীন নামাজ এবং উদাসীন মনে নামাজ আদায়কারী ও দ্রুত নামাজ আদায়কারী থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

باب عمر فرض الصلاة والصوم
পরিচ্ছেদ: নামাজ ও রোজা ফরজ হওয়ার বয়স

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের (নামাজ ও রোজার) জন্য নির্দেশ দাও এবং ১০ বছর হলে (নামাজ না পড়লে) তাদের প্রহার করো। আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ : ৬৭৫৬)। সাত বছর বয়সে নামাজ ও রোজার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে, ১০ বছর বয়সে নামাজ ও রোজা রাখতে বাধ্য করতে হবে, এবং বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হলে অবশ্যই নামাজ ও রোজা সঠিকভাবে আদায় করতে হবে।
(দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। অতএব, সেই ওয়াক্তগুলি জানা থাকা সকলের জন্য আবশ্যক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম। ১। ফজর, ২। যোহর, ৩। আছর ৪। মাগরিব, ৫। ইশা। ফজরে দুই রাকা'আত, যোহরে চার রাকা'আত, আছরে চার রাকা'আত, মাগরিবে তিন রাকা'আত এবং ইশায় চার রাকা'আত; মোট এই ১৭ রাকা'আত নামায দৈনিক ফরজ।)

باب أوقات الصلاة
পরিচ্ছেদ: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সমূহ

ফজর: ফজর নামাজের সময় শুরু হয় সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলো রেখা দেখা যায় তাকেই বলে সুবহে সাদিক। এর আগে যা দেখা যাবে তা হলো সুবহে কাজিব।

যোহর: দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি (বস্তুর মূল ছায়া) বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসলি।
আসর: যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাত আদায় করা মোস্তাহাব। তার পর মকরুহ ওয়াক্ত শুরু হয়। মাকরুহ ওয়াক্তে অর্থাৎ, যখন সূর্যর রং পরিবর্তণ হয়ে যায়, তখন নামায পড়া মাকরুহ। অবশ্য যদি কোন কারণবশতঃ ঐ দিনের আছরের নামায পড়া না হয়, তবে ঐ সময়ই পড়িয়া নিবে, নামায ক্বাযা হতে দিবে না।
মাগরিব: সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লালিমা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে।
ইশা: মাগরিবের সময় শেষ হলেই ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মধ্য রাতের আগেই এই নামাজ আদায় করা উত্তম।
বিতির: ইশারের নামাজের পর থেকে শুরু করে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত বাকি থাকে।
জুমা: শুক্রবার আদায় করতে হয় । সালাতে আলাদা কোনো ওয়াক্ত নেই। যোহরের সময়ই এই নামাজ আদায় করতে হয়।

প্রশ্নমালা:
১. যোহরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হয়? সুন্দর করে বলো।
২. বিতিরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হয়? সুন্দর করে উপস্থাপন করো।
৩. ইশারের ওয়াক্তে ইশারের নামাজের পূর্বে বিতির নামাজ আদায় করলে বিতির আদায় হবে কি? বুঝে বলো।

باب الاوقات التى تكره فيها الصلاة
পরিচ্ছেদ: নামাজের মাকরুহ ওয়াক্ত সমূহ
১. মাসআলা: ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায আদায় করা মাকরুহ।
২. মাসআলা: আসরের নামাজ আদায় করার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরুহ।
৩. মাসআলা: তবে এ দুই সময়ের মধ্যে কাজা নামাজসমূহ পড়তে কোন অসুবিধা নেই।
৪. মাসআলা: সুবহে সাদিকের পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের অতিরিক্ত নফল পড়া মাকরুহ।

باب الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة
পরিচ্ছেদ: নামাজের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

১. মাসআলা: ঠিক সূর্যোদয়ের সময় কোন নামাজ পড়া জায়েয নেই।
২. মাসআলা: সূর্যাস্তের সময় কোন নামাজ পড়া জায়েয নেই।
৩. মাসআলা: ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে ,তখনো নামাজ পড়া জায়েয নেই।
৪. মাসআলা: এসব সময়ে জানাজার নামাজ পড়বে না এবং তেলাওয়াতের সেজদাও দেবে না।

প্রশ্নমালা:
১. সুন্দর করে নামাজের মাকরুহ ওয়াক্ত সমূহ বর্ণনা দাও?
২. কখন কখন নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ? সুন্দর করে বলো।
৩. আসরের পর কাজা নামাজ আদায় করা যাবে কিনা? বর্ণনা দাও।

باب الآذان والاقامة

পরিচ্ছেদ: আজান ও ইকামত

১. মাসআলাঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমার সালাতের জন্য আযান দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।
২. মাসআলাঃ মহল্লার মসজিদে আযান একামতের সহিত জমা'আত হয়ে যাওয়ার পর পুনঃ তথা আযান একামত বলিয়া জমাআত করা মাকরুহ। কিন্তু (পথের বা বাজারের মসজিদ হলে বা) যে মসজিদে ঈমাম, মোয়াযযিন বা মুছল্লী নির্দিষ্ট নেই তথায় মাকরুহ নই, বরং উত্তম।
৩. মাসআলা: মহিলারা জামাতে নামাজ পড়ুক বা একাকী পড়ুক তাদের আজান ও একামত দেওয়া মাকরুহ।
৪. মাসআলাঃ জুমআর প্রথম আযান হওয়া মাত্রই সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। ঐ সময় বেচাকেনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া হারাম।
৫. মাসআলাঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নহে।
১. নামাযের অবস্থায় ২. খোৎবা শুনার অবস্থায়-তাহা যে কোন খোৎবা হউক। ৩-৪. হায়েয নেফাসের অবস্থায়।
৫. দ্বীনি-এলম বা শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল শিখবার বা শিক্ষা দেওয়ার সময়। ৬. স্ত্রী সহবাস কালে।
৭.পেশাব-পায়খানার সময়।
৮. খানা খাওয়ার সময়। তবে খাওয়ার কাজ সেরে তারপর জওয়াব দিবে, কিন্তু বেশীক্ষণ হয়ে গেলে আর জওয়াব দিবে না।

৬. মাসআলা: আজানের শব্দ বা বাক্য দ্বারা নামাজ আরম্ভ হওয়ার ঘোষণাকেই ইক্বামাত বলা হয়। যাতে আজানের চেয়ে একটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। তা হলো- قد قامت الصَّلوة মৌখিকভাবে মুয়াজ্জিনের সঙ্গে শ্রবণকারীদের জন্য আজানের উত্তর দেয়া সুন্নাত।

৭. মাসআলা: মহল্লার মসজিদে আজান একামতসহ নামাজ হয়ে গেলে সেখানে পুনরায় আজান একামত দিয়ে নামাজ আদায় করা মাকরুহ।

আজান ও ইকামত

-মুয়াজ্জিন সাহেব اَللهُ اَكْبَرْ ৪ বার বলবেন। শ্রবণকারী- اَللهُ اَكْبَرْ ৪ বার বলব।

মুয়াজ্জিন- اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله ২ বার। শ্রবণকারী- اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله ২ বার।

মুয়াজ্জিন- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ২ বার। শ্রবণকারী- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ২ বার।

মুয়াজ্জিন- حَيَّ عَلَي الصَّلوةِ ২ বার। শ্রবণকারী- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ২ বার।

মুয়াজ্জিন- حَيَّ عَلَي الفَلَاحِ ২ বার। শ্রবণকারী- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ২ বার।

ফজরের আজানের সময় মুয়াজ্জিন- اَلصَّلَوةُ خَيْرٌمِّنَ النَّوْمِ ২ বার শ্রবণকারী- صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ ২ বার।

ইক্বামাতের সময়মুয়াজ্জিন- قَدْ قَامَتِ الصَّلَوة ২ বার।শ্রবণকারী- اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَمَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَ الْاَرْضُ ২ বার]

মুয়াজ্জিন- اَللهُ اَكْبَرْ (২ বার)শ্রবণকারী- اَللهُ اَكْبَرْ (২ বার)
মুয়াজ্জিন- لَا اِلَهَ اِلَّا الله ১ বার
শ্রবণকারী- لَا اِلَهَ اِلَّا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ১বার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আজানের জবাবে অনুরুপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আজান ও ইক্বামাতে মুয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়ার তাওফিক দান করুন

প্রশ্নমালা:
১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমার নামাজের জন্য আযান দেওয়ার বিধান কি? সুন্দর করে বলো।
২. মহিলাদের আযান এক্বামত বলার বিধান বর্ণনা করো?
৩. কোন কোন সময় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নয়? সুন্দর করে বলো।
৪. সহীহ শুদ্ধ করে আযান ও একামত বলো?

باب شروط الصلاة التى تتقدمها
পরিচ্ছেদ: নামাজের পূর্ব শর্তসমূহ
নামাজের বাইরে সাতটি ফরজ

১. শরীর পাক (শরীর পবিত্র হওয়া)
২. কাপড় পাক (কাপড় পবিত্র হওয়া)
৩. নামাজের জায়গা পাক
৪. সতর ঢাকা।
এর অর্থ হলো ইসলামের শরিয়া অনুযায়ী নারী এবং পুরুষের জন্য কাপড় পরিধানের যে বিধান রয়েছে সে বিধান অনুযায়ী সতর ঢাকতে হবে
(অর্থাৎ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং নারীদের চেহারা, দুই হাত কবজি ও পায়ের পাতা ছাড়া গোটা শরীর ঢেকে রাখা।
৫. কিবলামুখী হওয়া
৬. ওয়াক্তমতো নামাজ পড়া
৭. নামাজের নিয়ত করা

باب صفة الصلاة
পরিচ্ছেদ: নামাজের রুকন সমূহ

নামাযের মধ্যে ৬টি ফরয রয়েছে, যেগুলোকে 'আরকান' বলে।
১. তাকবীর তাহরীমা বলা
২. কেয়াম করা (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা) ।
৩. কেরাত পড়া।
৪. রুকু করা
৫. দুই সিজদা করা।
৬. আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা

প্রশ্নমালা:
১. নামাজের বাহিরে কয় ফরজ? সুন্দর করে বলো।

২. নামাজের ভিতরে কয় ফরজ ও কি কি? সুন্দর করে বলো।
৩. রুকু করা ফরজ না ওয়াজিব? বুঝে বলো।

باب وجوب الصلاة

পরিচ্ছেদ: নামাজের ওয়াজিবসমূহ

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি

১. আলহামদু শরীফ অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পুরা পড়া।
২. আলহামদুর শঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রুকু সেজদায় দেরী করা।
৪. রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়িয়ে দেরী করা।
৫. দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে দেরী করা।
৬. দরমিয়ানী বৈঠক অর্থাৎ ৩ ও ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ২ রাকাতের পরে বসা।
৭. দুই বৈঠক অর্থাৎ ২ রাকাতের পর ও শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য কেরাত আস্তে এবং জোরে পড়া অর্থাৎ যেসকল নামাযে ক্বেরাত নিম্ন আওয়াজে পড়ার নিয়ম সেখানে আস্তে ও যেসকল নামাযে উচ্চ আওয়াজে পড়ার নিয়ম সেখানে জোরে পড়া।
৯. বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া।
১০. দোন ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় ছয় তাকবীর বলা।
১১. প্রত্যেক ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারবীব (দ্বারাবাহিকতা) ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারবীব (দ্বারাবাহিকতা) ঠিক রাখা।
১৪. আস্সালামু আলাইকুম বলিয়া নামায শেষ করা।

বি. দ্র.: উল্লিখিত ওয়াজিবগুলো থেকে কোনো একটি ভুলে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দিলে বা তরক করিলে নামায পুরায় আদায় করিতে হয়।

প্রশ্নমালা:

১. নামাজের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি? সুন্দর করে মুখস্থ বলো।
২. ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামাজ হবে কিনা?

باب : نواقص الصلاة

পরিচ্ছেদ: নামাজ ভাঙ্গার কারণ

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাযের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া।
৪. সালামের উত্তর দেওয়া।
৫. উহঃ আহঃ শব্দ করা।
৬. বিনা উযরে কাশি দেওয়া।

৭. আমলে কাছীর করা।
৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলিয়া থাকা।
১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লুকমা নেওয়া।
১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩. ক্বিবলার দিক হইতে সীনা ঘুরিয়া যাওয়া।
১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া।
১৫. নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রার্থনা করা।
১৭. হাচির উত্তর দেওয়া
(জওয়াবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা)।
১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি দাড়ানো বা খাড়া হওয়া।

باب الجماعة

পরিচ্ছেদ: জামাত

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'জামাতে নামাজের ফজিলত একাকী নামাজের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।' (সহিহ বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা জীবন জামাতের সঙ্গেই নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি ইন্তিকালপূর্ব অসুস্থতার সময়ও জামাত ছাড়েননি। সাহাবায়ে কেরামের পুরো জীবনও সেভাবে অতিবাহিত হয়েছে। (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর : ৬২৪)
১. মাসআলা : প্রতি নামাজেই ইমামের সঙ্গে একজন মুক্তাদি হলেও জামাত হয়ে যায়।
২. মাসআলা : ইমামের সঙ্গে তিনজন মুক্তাদি হলে জুমার নামাজ আদায় হয়ে যায়।
৩. মাসআলা : পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই জামাতে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা, যা ওয়াজিবের সঙ্গে তুলনীয়। (অর্থাৎ এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি)
কোনো ওজর বা অপারগতা ছাড়া জামাতে শরিক না হওয়া বৈধ নয়। যে ব্যক্তি জামাত ত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে গুনাহগার হবে।
৪. মাসআলা : জুমা ও দুই ঈদের জন্য জামাত শর্ত। জামাত ছাড়া জুমা এবং ঈদের নামাজ সহিহ হবে না।
৫. মাসআলা : তারাবি ও সূর্য গ্রহণের নামাজ সুন্নতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া। (অর্থাৎ এমন সুন্নতে মুআক্কাদা, যা সমাজের কিছু লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।)
৬. মাসআলা : রমজানে বিতরের নামাজ জামাতে আদায় করা মুস্তাহাব।
৭. মাসআলা : রমজান ছাড়া অন্য সময় বিতর নামাজ জামাতে পড়া মাকরুহ। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ কোনো সময় দু-একবার জামাতে পড়ে নেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।
৮. মাসআলা : চন্দ্রগ্রহণের নামাজ জামাতে পড়া মাকরুহ।
৯. মাসআলা : নফল নামাজগুলো এলান করা, দাওয়াত দেওয়া এবং জামাত কায়েম করা মাকরুহ। তবে যদি কোনো দাওয়াত আর এলান ছাড়া মুসল্লি একত্রিত হয়ে যায়, তখন আজান-ইকামত ছাড়া নফল নামাজ পড়া হলে মাকরুহ হবে না।
১০. মাসআলা : মহল্লার যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন আছে, তাতে আজান-ইকামত দিয়ে একবার জামাত পড়ার পর দ্বিতীয় জামাত করা মাকরুহ। তবে প্রথম জামাত থেকে পরের জামাতের অবস্থা যদি ভিন্ন হয়, যেমন প্রথম জামাতের ইমাম ও পরের জামাতের ইমামের দাঁড়ানোর স্থান ভিন্ন হয়, তাহলে তা মাকরুহ নয়।

প্রশ্নমালা:

১. জামাত সহীহ হওয়ার জন্য কত জন মুসল্লী থাকা শর্ত?
২. জুমা ও দুই ঈদের নামাজ একাকী আদায় হবে কিনা?
৩. নফল নামায জামাতে আদায়ের বিধান কি? বর্ণনা দাও।
৪. এক মসজিদে একবার জামাত আদায় করার পর দ্বিতীয় জামাতের বিধান কি? সুন্দর করে বুঝে বলো।

باب شروط صحة الإمامة

পরিচ্ছেদ: ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

নামাজের ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা জরুরী।
১। পুরুষ হওয়া।
২। মুসলমান হওয়া।
৩। বালেগ হওয়া। নাবালকের ইমামতি শুদ্ধ নয়।
৪। বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। পাগলের ইমামতি শুদ্ধ নয়।
৫। নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কেরাত পড়তে সক্ষম হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু কেরাত পড়া প্রয়োজন, ততটুকু পড়তে সক্ষম নয়, ওই ব্যক্তির ইমামতি শুদ্ধ নয়।
৬। নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার যতগুলো শর্ত আছে, তার মধ্য থেকে যদি শুধু একটি শর্তও পাওয়া না যায়, তাহলে তার ইমামতি শুদ্ধ হবে না। নামাজ সহিহ হওয়ার শর্ত যেমন—পবিত্রতা, সতর ঢাকা ইত্যাদি। আর যার নামাজই হবে না, তার ইমামতির প্রশ্নই আসে না।
৭। ওজর তথা যাবতীয় অপারগতামুক্ত হওয়া। যেমন—নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া, প্রস্রাব ঝরা, সর্বক্ষণ বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি।
৮। শব্দের সঠিক উচ্চারণে সক্ষম হওয়া। যে ব্যক্তি 'রা' বলতে 'গাইন', 'হা' বলতে 'খা' উচ্চারণ করে, এরূপ লোকের ইমামতি সহিহ হবে না। কারণ সে লোক পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে পড়তে পারবে না। সঠিক উচ্চারণে কোরআন পড়তে না পারলে নামাজই শুদ্ধ হবে না। সে কারণে তার ইমামতিও সহিহ হবে না।

প্রশ্নমালা:
১. ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী কয়টি ও কি কি? সুন্দর করে মুখস্থ বলো।
২. শব্দের সঠিক উচ্চারণে সক্ষম বলতে কি বুঝায়? সুন্দর করে বুঝে বলো।

باب من له حق التقدم في الإمامة

পরিচ্ছেদ: ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?

১. মাসআলা : বাদশাহ বা তাঁর নায়েব ইমামতির বেশি যোগ্য।
. মাসআলা : মসজিদের জন্য নিযুক্ত ইমাম ওই মসজিদে ইমামতির বেশি যোগ্য। যদি কারো ঘরে জামাত হয়, তবে ওই ঘরের মালিকই (যদি যোগ্যতা রাখে) ইমামতির বেশি হকদার।
৩. মাসআলা : উপস্থিত লোকদের মধ্যে যদি বাদশাহ, নায়েব, মহল্লার ইমাম এবং ঘরের মালিক না থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তিই বেশি হকদার, যিনি নামাজে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে মাসআলাগুলোর জ্ঞান রাখেন, এরপর হাফেজ, যিনি নামাজের আহকাম সম্পর্কে জানেন, এরপর মুত্তাকি ব্যক্তি, এরপর বয়স হিসেবে যিনি বড়। যদি সবাই এই গুণাবলিতে সমান হন, তাহলে তাঁদের থেকে যাঁকে নির্বাচন করা হয়, তিনিই ইমামতির হকদার। অযোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম বানালে সবাই গুনাহগার হবে।

باب مواضع الكراهة في الإمام

পরিচ্ছেদ: যাদের ইমামতি মাকরুহ

১. ফাসেকের ইমামতি মাকরুহ (ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়) এবং নিষেধ।
২. বিদআতির ইমামতি মাকরুহ।
৩. অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি মাকরুহ। তবে তিনি যদি উপস্থিত সবার মধ্যে উত্তম ও বেশি যোগ্য হন, তাহলে সমস্যা নেই।
৪. আলেমের উপস্থিতিতে ধর্মীয় জ্ঞানহীন ব্যক্তির ইমামতি মাকরুহ।
৫. এমন লোকের ইমামতি মাকরুহ, যার ব্যক্তিগত বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে লোকেরা তাকে অপছন্দ করে।
৬. সুন্নাতসম্মত পরিমাণ থেকে নামাজকে দীর্ঘ করা মাকরুহ।

باب موقف المقتدي و ترتيب الصفوف

পরিচ্ছেদ: মুক্তাদির দাঁড়ানো এবং কাতারবদ্ধ হওয়ার নিয়ম

কাতার বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা নামাজ মানুষকে একতা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়। তাই জামাতে নামাজ কাতারবদ্ধভাবে আদায় করার বিধান রয়েছে।
আর তা হলো- ১. ইমামের পিছনে প্রথমে পুরুষরা দাঁড়াবে। ২. তারপর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকরা সারি বাঁধবে।
৩. অতঃপর হিজড়ারা এবং সর্বশেষে মহিলারা দাঁড়াবে
(হাদীস হযরত আবু সালেহ আশয়ারী রা:) থেকে।

باب : الفرق بين صلاة الرجال والنساء

পরিচ্ছেদ: পুরুষ ও মহিলার নামাজের পার্থক্য

১. মাসআলা: তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষরা চাদর প্রভৃতির ভিতর থেকে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে । আর মহিলারা চাদর বা ওড়না ইত্যাদির নিচ থেকে হাত বের না করে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।
২. মাসআলা: তাকবীরে তাহরীমির পরে পুরুষরা নাভির নিচে ও মহিলারা বুকের উপরে দুই হাত বাঁধবে।
৩. মাসআলা: পুরুষরা ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বেষ্টটি বেঁধে বাম হাতের কব্জি ধরবে এবং ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির ওপর বিছিয়ে রাখবে, কিন্তু মহিলারা ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা বেষ্টনী বানাতে হবে না এবং হাতের কব্জি ধরতে হবে না।
৪. মাসআলা: পুরুষরা রুকুতে ভালোভাবে ঝুঁকবে যাতে করে মাথা, নিতম্ব ও পিঠ সমান থাকে । মহিলাদের এতটুকু ঝুঁকতে হবে না; বরং কেবল এ পরিমাণ ঝুঁকবে, যাতে হাত হাঁটুতে পৌঁছে।
৫. মাসআলা: পুরুষরা রুকু'তে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে হাঁটুতে রাখবে। কিন্তু মহিলারা আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করবে না; বরং মিলিয়ে রাখবে।
৬. মাসআলা: পুরুষরা রুকুতে হাতের কনুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখবে, আর মহিলারা পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।
৭. মাসআলা: পুরুষরা সেজদার সময় পেট রান থেকে এবং বাহু বগল থেকে পৃথক রাখবে এবং মহিলারা মিলিয়ে রাখবে।
৮. মাসআলা: পুরুষরা সেজদায় হাতের কনুই ভূমি থেকে পৃথক রাখবে, আর মহিলারা ভূমিতে পিছিয়ে রাখবে।
৯. মাসআলা: পুরুষরা উভয় পা সেজদার সময় আঙ্গুলের উপর ভর করে খাড়া করে রাখবে, কিন্তু মহিলারা পা বিছিয়ে রাখবে।
১০. মাসআলা: পুরুষরা বসা অবস্থায় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তাঁর ওপর বসবে এবং ডান পাকে আঙ্গুলের উপর ভর করে খাড়া করে রাখবে। আর মহিলারা বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসবে এবং উপায় পা ডানদিকে বের করে দিবে।

باب قضاء الفوائت

পরিচ্ছেদ: কাজা নামাজ

কাজা নামাজ যেভাবে আদায় করতে হয়

১. মাসআলা: ভুলবশত, অপারগ হয়ে কিংবা অতি বিশেষ কারণে কোনো ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে না পারলে পরবর্তী সময়ে এই নামাজ আদায় করে দিতে হয়। আর এই নামাজ আদায়কে কাজা নামাজ বলা হয়। ফরজ কিংবা ওয়াজিব নামাজ ছুটে গেলে, সে নামাজের কাজা আদায় করা আবশ্যক। সুন্নত কিংবা নফল নামাজ আদায় করা না গেলে, সেটার কাজা আদায় করতে হয় না। তবে কোনো ওজর ব্যতীত নামাজ সময় থেকে দেরি করা জায়েজ নেই।
২. মাসআলা:কোনো ওজর বা অপারগতার কারণে নামাজ সময়মতো আদায় করতে না পারলে উক্ত অপারগতা শেষ হওয়ার পর ওই নামাজের কাজা আদায় করা ফরজ।
৩. মাসআলা: ফরজের কাজা ফরজ। আর ওয়াজিবের কাজা ওয়াজিব।
৪. মাসআলা:সুন্নত আর নফলের কাজা করবে না।
তবে সুন্নত বা নফল নামাজ আরম্ভ করার পর ভেঙে গেলে তা কাজা করা আবশ্যক।
৫. মাসআলা: যদি ফজরের সুন্নত ফজরের ফরজসহ কাজা হয়ে যায়, তবে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে আগে ফরজের সঙ্গে সুন্নতও কাজা করবে।
৬. মাসআলা: যদি কাজা নামাজ বেশি হয় তখন কাজা পড়ার সময় প্রতিটি নামাজকে পৃথকভাবে কাজা করতে হবে। যদি নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য হয়, তবে এভাবে নিয়ত করবে যে- আগে ছুটে যাওয়া জোহরের নামাজ পড়ছি বা পরে ছুটে যাওয়া জোহর বা আসর পড়ছি।

প্রশ্নমালা:
১. কাদের জন্য ইমামতি করা মাকরুহ ? সুন্দর করে বুঝে বলো।
২. মুক্তাদির দাঁড়ানো এবং কাতারবদ্ধ হওয়ার নিয়ম কি? বুঝে সুন্দর করে বলো।
৩. :সুন্নত এবং নফল নামাজ কাজা আদায় করতে হবে কিনা? বা কখন আদায় করা ওয়াজিব হয়।
৪. যদি কাজা নামাজ বেশি হয় তখন কিভাবে আদায় করবে ? সুন্দর করে বলো।

باب سجود السهو

পরিচ্ছেদ: সাহু সিজদা

১. মাসআলা: যে ব্যক্তি নামাজের কোনো ওয়াজিব কাজ ভুলক্রমে ছেড়ে দেয়, তার জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব।[1]
২. মাসআলা: যদি ফরজের প্রথম দুই রাকাত বা যেকোনো এক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়তে ভুলে যায়, একইভাবে নফল ও বিতরের যেকোনো রাকাতে ভুলক্রমে সুরা ফাতেহা পড়া না হয়, তখন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সিজদায়ে সাহু’র পদ্ধতি

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাবে। তারপর الله أكبر বলে সিজদায় চলে যাবে এবং নামাযের মত দুটি সিজদা করবে এবং কমপক্ষে তিনবার সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলবে, দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে উঠে বসবে এরপর তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ, দুআয়ে মাছুরাহ পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবে।

১. মাসআলা: কেউ যদি 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর সালাম না ফিরিয়েই সিজদা সাহু করে ফেলে, তারপরও নামায হয়ে যাবে।

২. মাসআলা: যদি ভুল করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং পরে মনে পড়ে যে, আমার উপর সিজদায়ে সাহু আছে; তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই; মনে পড়তেই সিজদায়ে সাহু করে নিবে। নামায হয়ে যাবে।

৩. মাসআলা: যদি নামাযে একাধিক ভুল হয়ে যায়, তাহলেও সব ভুলের পক্ষ থেকে একটি সিজদায়ে সাহুই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

৪. মাসআলা: যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের সঙ্গে দরুদ ইত্যাদি পড়ে ফেলে, তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

৫. মাসআলা: যদি বিতর নামাজে তৃতীয় রাকাতে রুকুর আগে কুনুত (দোয়া) পড়তে ভুলে যায়, তখন সাহু সিজদা দিতে হবে।

প্রশ্নমালা:

১. সিজদায়ে সাহু' কখন আদায় করতে হয় ?

২. সিজদায়ে সাহু'র পদ্ধতি সুন্দর করে বর্ণনা দাও ?

৩. যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের সঙ্গে দরুদ ইত্যাদি পড়ে ফেলে,তাহলে করণীয় কি ?

باب صلاة المريض

পরিচ্ছেদ: অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

১. মাসআলা: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তাহলে বসে নামাজ পড়ো, যদি তাও না পারো তাহলে ইশারা করে নামাজ আদায় করো।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম, সে বসে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে।

২. মাসআলা: যে ব্যক্তি বসে রুকু-সিজদা করবে, সে রুকু থেকে সিজদায় সামান্য বেশি ঝুঁকবে। অন্যথায় নামাজ শুদ্ধ হবে না।

৩. মাসয়ালা: সিজদা করার জন্য কোনো বস্তু ওপরে তুলে সেটার ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই।

৪. মাসআলা: কেউ যদি অসুস্থতার কারণে বসে নামাজ পড়তে অপারগ হয়, তাহলে সে শুয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়বে। তার পা কিবলার দিকে করে শোয়াতে হবে। মাথা সামান্য ওপরে তুলে শোয়াবে। যাতে চেহারা কিবলার দিকে হয়। এরপর ইশারা করে রুকু-সিজদা করবে।

যদি মাথা দিয়ে ইশারা করা হয় তা রুকু-সিজদার স্থলাভিষিক্ত বিবেচিত হবে।

৫. মাসআলা: যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দ্বারাও ইশারা করতে অক্ষম হয়, তাহলে দেখতে হবে এ অবস্থা কতক্ষণ থাকে। যদি পাঁচ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর অবস্থার উন্নতি হয়, তাহলে ওই সব নামাজ মাথা দিয়ে ইশারা করে কাজা করবে। যদি এর চেয়ে বেশি সময়েও উন্নতি না হয়, তাহলে ওই সব নামাজ তার দায়িত্ব থেকে চলে যাবে। অর্থাৎ এগুলো আদায় করতে হবে না। পাগল ও বেহুঁশ হলে একই বিধান।

৬.. মাসআলা: যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করল, অতঃপর দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে গেল, তখন সে বসে নামাজ পরিপূর্ণ করবে, যদি বসতেও অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে শুয়ে হলেও তা পরিপূর্ণ করবে।

প্রশ্নমালা:
১. অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামাজ আদায় করবে সুন্দর করে বুঝে বলো
২. অসুস্থ ব্যক্তি যদি মথা দিয়েও ইশারা করতে না পারে তখন বিধান কি? সুন্দর করে বুঝে বলো।

باب سجود التلاوة

পরিচ্ছেদ: তিলাওয়াতে সিজদা

পবিত্র কোরআনের এমন কিছু আয়াত বা আয়াতাংশ আছে, যা তিলাওয়াত করলে পাঠকারীর ওপর সিজদা ওয়াজিব হয়। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় এমন সিজদাকে 'সিজদায়ে তিলাওয়াত' বা তিলাওয়াতে সিজদা বলা হয়। নিম্নে সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিধান ও তা আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

সিজদার আয়াতগুলো : হানাফি মাজহাব মতে, পবিত্র কোরআনের ১৪টি সিজদার আয়াত হলো—ক. সুরা আরাফ, আয়াত ২০৬, খ. সুরা রাদ, আয়াত : ১৫, গ. সুরা নাহল, আয়াত : ৪৯, ঘ. সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১০৯, ঙ. সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮, চ. সুরা হজ, আয়াত : ১৮, ছ. সুরা ফোরকান, আয়াত : ৬০, জ. সুরা নামল, আয়াত : ২৬, ঝ. সুরা সিজদা, আয়াত : ১৫, ঞ. সুরা সাদ, আয়াত : ২৫, ট. সুরা হা-মিম সিজদা, আয়াত : ৩৮, ঠ. সুরা নাজম, আয়াত : ৬২, ড. সুরা ইনশিকাক, আয়াত : ২১, ঢ. সুরা আলাক, আয়াত : ১৯
আদায়ের নিয়ম হচ্ছে: পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে একটি তাকবির দিয়ে একটি সিজদা করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

১. মাসআলাঃ সজদার আয়াত যে পাঠ করবে তাহার উপর সজদা ওয়াজিব হবে এবং যাহার কানে ঐ শব্দ পৌঁছবে তাহার উপরও সজদা ওয়াজিব হবে।
২. মাসআলাঃ নামাযের মধ্যে সূরার মাঝখানে যদি সজদার আয়াত পড়ে, তবে সজদার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্য থেকে তৎক্ষণাৎ সজদা করে নিবে। তারপর অবশিষ্ট কেরাআত পূর্ণ করে রুকূ করবে।
৩. মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজদার আয়াত বার বার পড়ে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা না বদলিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সজদাই ওয়াজিব হইবে।
৪. মাসআলাঃ এক জায়গায় বসিয়া যদি কেহ একটি সজদার আয়াত পড়ে তারপর কোরআন তেলাওয়াত শেষ করিয়া ঐখানে বসিয়াই কতক্ষণ দুনিয়ার কোন কথাবার্তা বলে বা কাজ করে, যেমন ভাত খায়, চা পান করে, সেলাই করে বা ছেলেকে দুধ খাওয়ায় ইত্যাদি এবং তারপর আবার ঐ আয়াত পড়ে, তবে দুইটি সজদা ওয়াজিব হবে। এস্থলে মাঝখানে দুনিয়ার কাজ করায় (সময়ের পরিবর্তন হয়েছে তাই) স্থান পরিবর্তন ধরা হবে।
৫. মাসআলাঃ কেহ এক জায়গায় বসিয়া একটি সাজদার আয়াত পড়েছে কিন্তু এখনও সজদা করে নাই। তারপর ঐ স্থানেই নামাযের নিয়্যত বেঁধে ঐ আয়াতই আবার নামাযের মধ্যে পড়ে সজদা করেছে, তবে তাহার এক সজদাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি স্থান পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় সজদাও ওয়াজিব হবে, এক সজদা যথেষ্ট হবে না, (নামাযের বাহিরে পড়ার সজদা পরে করিতে হবে।)
৬. . মাসআলাঃ পাঠকারীর স্থান পরিবর্তন না হওয়া সত্বেও যদি শ্রবণকারীর স্থান পরিবর্তন হয়, তবে শ্রবণকারীর যে কয় স্থান পরিবর্তন হয়েছে সেই কয়টি সজদা ওয়াজিব হবে, অথচ পাঠকারীর একই সজদা ওয়াজিব থাকবে।

৭. মাসআলাঃ সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সজদার আয়াত বাদ দিয়া যাওয়া মকরুহ ও নিষেধ। শুধু সজদা হইতে বাঁচিবার জন্য এই আয়াত ছাড়িবে না। ইহাতে সজদার প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়।

প্রশ্নমালা:
১. তিলাওয়াতে সিজদা কাকে বলে? সুন্দর করে বলো।
২. তিলাওয়াতে সিজদা আদায়ের নিয়ম বলো ?
৩. এক জায়গায় বসে যদি কেহ একটি সজদার আয়াত বার বার পড়ে তাহলে কয়টি সেজদা ওয়াজিব হবে?
৪. পাঠকারীর স্থান পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও যদি শ্রবণকারীর স্থান পরিবর্তন হয় তখন শ্রবণকারী ব্যক্তির উপর কয়টি সেজদা ওয়াজিব হবে ? সুন্দর করে বুঝে বলো।
৫. পবিত্র কুরআন শরীফে তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত কয়টি ও কি কি?

باب صلاة المسافر
পরিচ্ছেদ: মুসাফিরের নামাজ

১. মাসআলা: কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফরের নিয়তে বের হয়ে তার এলাকা থেকে বের হলেই শরিয়তের দৃষ্টিতে সে মুসাফির হয়ে যায়।
২. মাসআলা: সফরের নিয়তে বের হয়ে নিজ এলাকা পেরুলে সফরের বিধান শুরু হয়। শহরের ক্ষেত্রে ওই শহরের করপোরেশনের নির্ধারিত সীমানা থেকে সফরের সীমা নির্ধারিত হবে। অনুরূপ সফর থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রেও নিজ এলাকার সীমানায় প্রবেশের সঙ্গেই তার সফরের বিধান শেষ হয়ে যাবে।
৩. মাসআলা: আকাশ পথে সফরের ক্ষেত্রেও দূরত্বের হিসাব স্থলভাগে সফরের দূরত্বের পরিমাপে হবে, অর্থাৎ স্থলভাগের ৭৮ কিলোমিটার পরিমাণ দূরত্বের সফর হলে আকাশপথে মুসাফির হবে।
৪. মাসআলা: অনুরূপ পার্বত্য এলাকায় সফরের ক্ষেত্রেও সমতলে চলার হিসেবেই হবে, অর্থাৎ পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢালুসহ দূরত্বের হিসাব হবে।

حكم المسافر
মুসাফিরের বিধান

৫. মাসআলা: সফরকারীর জন্য শরিয়তের বিধি-বিধানে কিছু শিথিলতা রয়েছে, যথা চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলো দুই রাকাত আদায় করবে, সফরে রোজা না রেখে পরবর্তী সময়ে কাজা করলেও চলবে।
৬. মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তি মুকিম ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে সে ইমামের অনুসরণে পূর্ণ নামাজই আদায় করবে।
৭. মাসআলা: মুকিম ব্যক্তি মুসাফির ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজগুলোতে মুসাফির ইমাম সাহেব দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর পর মুকিম মুক্তাদি দাঁড়িয়ে সুরা পড়া ছাড়া বাকি দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিবে।
৮. মাসআলা: সফর অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজ মুকিম অবস্থায় কাজা করলে 'কসর'ই আদায় করবে, আর মুকিম অবস্থার ছুটে যাওয়া নামাজ সফরে কাজা করলে তা পূর্ণ আদায় করবে।

الإقامة
স্থায়ী ও অস্থায়ী আবাসের বিধান

৯. মাসআলা: স্থায়ী আবাসস্থল পরিবর্তন করে অন্যস্থানে মূল আবাস গড়লে স্থায়ী বসবাসের জন্য সেখানে না যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আগের অবস্থানস্থল মৌলিক আবাসন হিসেবে গণ্য হবে না, এমনকি সেখানে তার মালিকানা জায়গা-জমিন থাকলেও নয়, বরং সেখানেও সফরের সীমানা অতিক্রম করে গেলে মুসাফিরই থাকবে।

১০. মাসআলা: কোনো জায়গায় ১৫ দিন বা ততধিক অবস্থানের নিয়ত করলে সে সেখানে মুকিম হয়ে যাবে। সেখান থেকে সামানা-পত্রসহ প্রস্থানের আগ পর্যন্ত সেখানে পূর্ণ নামাজ পড়বে এবং মুকিমের বিধান জারি থাকবে।
১১. মাসআলা: মহিলারা বিবাহের আগ পর্যন্ত তার বাবার বাড়িতে স্থায়ী আবাস হিসেবে মুকিম থাকবে।
তবে বিবাহের পর যদি স্বামীর বাড়িতে মৌলিকভাবে থাকে এবং বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে, তাহলে স্বামীর বাড়ি তার মৌলিক আবাসন হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং বাবার বাড়িতে মুসাফির থাকবে, আর যদি বাবার বাড়িতে মৌলিকভাবে থাকে, তাহলে তা তার মূল অবস্থানস্থল হিসেবেই বাকি থাকবে-আর পুরুষগণ তার শ্বশুরবাড়িতে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করলে মুসাফিরই থাকবে। হ্যাঁ, কেউ যদি সেখানে স্থায়ী আবাস করে নেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

حكم صلاة السنة للمسافر

মুসাফিরের সুন্নত পড়ার বিধান

১২. মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তির জন্য তার চলন্ত অবস্থায় বা তাড়াহুড়া থাকলে ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে স্বাভাবিক ও স্থির অবস্থায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হবে।

প্রশ্নমালা:
১. মুসাফির কাকে বলে ? সুন্দর করে উত্তর দাও।
২. মুসাফিরের নামাজ ও রোজার বিধান সুন্দর করে বর্ণনা করো ?
৩. স্থায়ী ও অস্থায়ী আবাসের বিধান কি সুন্দর করে বর্ণনা করো ?
৪. মুসাফিরের সুন্নত নামায পড়ার বিধান কি বুঝে উত্তর দাও ?

باب صلاة الجمعة

পরিচ্ছেদ: জুমার নামাজ

জুমার দিন মুসলিম উম্মাহর ইবাদত-বন্দেগির নির্ধারিত দিন। গরীবের ঈদের দিন। দোয়া কবুলের দিন। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমরা সর্বশেষ উম্মাত কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা হব অগ্রগামী। যদিও সব উম্মাতকে (আসমানি) কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে, আর আমাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে সব উম্মাতের শেষে। এরপর যে দিনটি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সেদিন সম্পর্কে তিনি আমাদের হেদায়াতও দান করেছেন। সেদিনের ব্যাপারে অন্যান্যরা আমাদের পেছনে রয়েছে, (যেমন)- ইয়াহুদিরা (আমাদের) পরের দিন (শনিবার) এবং খৃষ্টানরা তাদেরও পরের দিন (রোববার)।’ (মুসলিম

باب شروط صحة صلاة الجمعة

জুমু’আর নামায সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

আর জুমুআর নামায সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ
১. শহর হওয়া। অর্থাৎ, বড় শহর বা ছোট শহর বা ছোট শহরতুল্য গ্রাম হওয়া। জনমানবহীন স্থানে জুমআর নামায শুদ্ধ হবে না।
এক্ষেত্রে, গ্রাম বলতে এমন এলাকাকে বুঝায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিনিধি, মানুষের নিত্তপ্রয়োজনীয় আসবাব সহজলভ্য নয়। এমন সুবিধাবঞ্চিত এলাকাকে মূলত গ্রাম বলা হয়।
২. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া। অতএব, যোহরের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে জুমু’আর নামায পড়িলে তাহা জায়েজ হবে না।

৩. খুৎবা। অর্থাৎ, মুছল্লিদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার যিকর করা, শুধু সোবহানাল্লাহ, বলা হউক বা আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্য শুধু এতটুকু বলিয়া শেষ করা সুন্নাতের খেলাপ তাই তা মাকরূহ হবে।
দুই খুতবার মাঝে ছোট তিন আয়াত পড়া যায়, এ পরিমাণ সময় বসা।
৪. জামা'আত হওয়া অর্থাৎ খুৎবার শুরু হতে প্রথম রাকা'আতের সেজদা পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন পুরুষ থাকা চাই।
৫. এলানে আম এবং এজাযতে আম্মা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমু'আর নামায পড়া হয়, সে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। সুতরাং, যদি কোন স্থানে গুপ্তভাবে নামায পড়া হয় যেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুমতি নাই বা মসজিদের দরজা বন্ধ করিয়া জুমু'আর নামায পড়ে, জুমু'আর নামায জায়েজ হবে না।
৬. বাদশাহ বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। (বর্তমান তা বাতিল)

على من يجب الجمعة و من لا يجب الجمعة
জুমু'আর নামায যাদের উপর ওয়াজিব এবং যাদের উপর ওয়াজিব নয়।

১. মুক্বীম হওয়া। অতএব, মুসাফিরের উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়।
২. সুস্থ হওয়া। অতএব, যে রোগী জুমু'আর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হেঁটে যেতে অক্ষম তাহার উপর জুম'আ ফরয হবে না।
৩. আযাদ হওয়া। গোলামের উপর জুমু'আ ফরয নয়।
৪. বালেগ হওয়া। নাবালেগের উপর জুমআ ফরজ নয়।
৫. পুরুষ হওয়া। স্ত্রীলোকের উপর জুমু'আ ফরয নয়।
৬. যে সব ওযরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত তরক করা জায়েয হয় সেই সব ওযর না থাকা। যথা, (ক) মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। (খ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত থাকা। (গ) পথে শত্রুর ভয়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। (ঘ)পথ দেখিতে পায় না এরূপ অন্ধ হওয়া। (ঙ) পথ চলতে পারে না এরূপ খোড়া হওয়া ইত্যাদি ।

প্রশ্নমালা:
১. জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ সুন্দর করে বর্ণনা করো ?
২. জুমু'আর নামায যাদের উপর ওয়াজিব এবং যাদের উপর ওয়াজিব নয় ? বুঝে সবগুলো বলো ।
৩. কোন কোন ওযরের কারণে জুমআর নামায ছাড়তে পারবে ? সুন্দর করে বলো।

باب صلاة العيدين
পরিচ্ছেদ: দুই ঈদের নামাজ

শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখকে ঈদুল ফিতর এবং যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহা বলা হয়। ইসলামে এদুটি দিন ঈদ তথা খুশির দিন। এদুটি দিনেই শুকরিয়া স্বরূপ দুই রাকাত করে নামাজ পড়া ওয়াজিব।

كيفية صلاة العيدين

ঈদের নামাজের নিয়ম

১. মাসআলা: ইমামের পেছনে কেবলামুখি হয়ে ঈদুল ফিতরের দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ ৬ তাকবিরের সঙ্গে আদায় করছি- এরূপ নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত তুলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে। তারপর সানা (সুবহানাকাল্লাহুম্মা...) পুরোটা পড়বে। এরপর আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহর আগে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবির বলবে। প্রথম দু'বার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে।
কিন্তু তৃতীয়বার বলে হাত বেঁধে নেবে। প্রত্যেক তাকবিরের পর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ থামবে। তারপর আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহার পরে একটা সূরা মেলাবে। এরপর রুকু, সিজদা করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। এবার অন্যান্য নামাজের মতো বিসমিল্লাহর পরে সূরা ফাতেহা পড়ে আরেকটা সূরা মেলাবে। তারপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলার মাধ্যমে তিনটা তাকবির সম্পন্ন করবে। এখানে প্রতি তাকবিরের পর হাত ছেড়ে দেবে এবং চতুর্থবার 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত না বেঁধে রুকুতে চলে যাবে। এরপর সেজদা এবং আখেরি বৈঠক করে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।
তারপর ঈদের নামাজের খুতবা পড়ে সমাপ্ত করবে।

مسائل العيدين

ঈদের মাসয়ালা

২. মাসআলা: মসজিদের বিছানা, চাটাই, শামিয়ানা ইত্যাদি ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া জায়েজ আছে।
৩. মাসআলা: ঈদের নামাজের পূর্বে নিজ ঘরে বা ঈদগাহে ইশরাক ইত্যাদি নফল পড়া নিষিদ্ধ। ঈদের জামাতের পরেও ঈদগাহে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। হ্যাঁ, ঘরে ফিরে ইশরাক, চাশত নফল পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।
৪. মাসআলা: শরয়ি ওজর ব্যতীত ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা সুন্নতের খেলাফ।
৫. মাসআলা: যদি কেউ প্রথম রাকাতে রুকুর পূর্বে জামাতে শরিক হয় এবং তাকবিরে তাহরিমার পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলার সুযোগ না পায় তাহলে রুকুতে গিয় অতিরিক্ত তিন তাকবির বলবে। তবে সেক্ষেত্রে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না।
৬. মাসআলা: যদি প্রথম রাকাত ছুটে যায় তাহলে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে প্রথমে সূরা-কেরাত পড়বে। অতঃপর রুকুর পূর্বে তিন বার হাত তুলে তিন তাকবির দেবে। তারপর রুকুর তাকবির বলে রুকু সিজদা করে যথানিয়মে নামাজ শেষ করবে।
৭. মাসআলা: নামাজের পর ঈদের দুই খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। যদি খুতবা শোনা না যায়, তাহলে চুপচাপ বসে থাকবে। অনেক লোক সালামের পর খুতবা না শুনেই চলে যায়, এটা সুন্নতের খেলাফ।
৮. মাসআলা: খুতবা চলাকালীন সময়ে কথাবার্তা বলা নিষেধ। এমনকি নবী করিম (সা.)-এর নাম উচ্চারিত হলে মুখে দরূদ পড়া নিষেধ। তবে অন্তরে পড়তে পারবে। তেমনিভাবে খুতবার মধ্যে দানবাক্স বা রুমাল চালানোও নিষেধ এবং গোনাহের কাজ।
৯. মাসআলা: ১ শাওয়ালের দ্বিপ্রহরের পূর্বে শরিয়তসম্মত কোনো কারণে ঈদের নামাজ না পড়তে পারলে শাওয়ালের ২ তারিখে পড়ার অনুমতি আছে। এরপর আর নামাজ পড়া যাবে না।

سنن العيدين

ঈদের আমল ও সুন্নতসমূহ

১. অন্য দিনের তুলনায় সকালে ঘুম থেকে উঠা।
২. মিসওয়াক করা।
৩. গোসল করা।

৪. শরিয়তসম্মত সাজ-সজ্জা করা।
৫. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা। উল্লেখ্য, সুন্নত আদায়ের জন্য নতুন পোষাক জরুরি নয়।
৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৭. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় জিনিস, যেমন- খেজুর ইত্যাদি খাওয়। তবে ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং ঈদের নামাজের পর নিজের কোরবানির গোশত দ্বারা আহার করা উত্তম।
৮. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া।
৯. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা।
১০. ঈদের নামাজ ঈদগাহে আদায় করা সুন্নত। বিনা উজরে মসজিদে আদায় করা উচিত নয়।
১১. যে রাস্তায় ঈদগাহে যাবে সম্ভব হলে ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা।
১২. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
১৩. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবির বলতে থাকা–

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

তবে ঈদুল আজহাতে যাওয়ার সময় এই তাকবির উচ্চস্বরে পড়তে থাকবে।

প্রশ্নমালা:
১. ঈদের নামাজের নিয়ম সুন্দর করে বলো ?
২. নামাজের পর ঈদের দুই খুতবা শ্রবণ করার বিধান কি ? সুন্দর করে বর্ণনা দাও।
৩. শাওয়ালের দ্বিপ্রহরের পূর্বে শরিয়তসম্মত কোনো কারণে ঈদের নামাজ না পড়তে পারলে কখন আদায় করবে ? বুঝে উত্তর দাও।
৪. ঈদের আমল ও সুন্নতসমূহ সুন্দর করে বর্ণনা করো ?

باب صلاة الكسوف والخسوف

পরিচ্ছেদ: সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ

(কুছুফ বলে সূর্যগ্রহণকে এবং খুছুফ বলে চন্দ্রগ্রহণকে। সূর্যগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয়, তাহাকে 'ছালাতুল কুছুফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাহাকে 'ছালাতুল খুছুফ' বলে।)

১. মাসআলাঃ সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নত। (শুধু 'আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকাআত কুছুফের নামায পড়তেছি' বলিয়া নিয়ত করবে।)
২. মাসআলাঃ সূর্যগ্রহণের সময় জামা'আতের সঙ্গে পড়তে হবে। ইমামতের হকদার তৎকালীন মুসলমান বাদশাহ বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েত অনুসারে প্রত্যেক মসজিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদের জামা'আত করিয়া সূর্যগ্রহণের নামায পড়াইবেন। (যদি ইমাম না পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকে একা একা পড়িবে এবং স্ত্রীলোক নিজ গৃহে পৃথক পৃথক পড়িবে।)
৩. মাসআলাঃ কুছুফের নামাযের জন্য আযান বা এক্বামত নেই।
৪. মাসআলা: চন্দ্রগ্রহণের কোন জামাত নেই। প্রত্যেকে একা একা নামাজ পড়বে।

প্রশ্নমালা:

১. কুছুফ এবং খুছুফ কাকে বলে?
২. কুছুফের নামাযের জন্য আযান বা এক্বামত দিতে হবে কিনা ? এবং জামায়াত আছে কিনা? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।
৩. চন্দ্রগ্রহণের কোন জামাত আছে কিনা?

باب صلاة الإستسقاء

পরিচ্ছেদ: বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ

১. মাসআলা: ইস্তিসকার জন্য ইমাম দুই রাকাত নামাজ পড়াবেন, উভয় রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বেন, তারপর খুতবা দিবেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। আর ইমাম স্বীয় চাদর উঠিয়ে দিবেন; কিন্তু মুক্তাদীগণ তাদের চাদর উল্টাবে না। আর জিম্মিগন (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত বিধর্মী প্রজাগণ) ইস্তিসকার জন্য উপস্থিত হবে না।

باب قيام شهر رمضان

পরিচ্ছেদ: রমযান মাসে তারাবীহ

১. মাসআলা: রমজান মাসে এশার নামাজের পর সকল মানুষর একত্র হওয়া মুস্তাহাব । অতঃপর ইমাম তাদেরকে নিয়ে পাঁচ তারবীহাহ আদায় করবেন; প্রত্যেক তারবীহার মধ্যে দুই সালাম ফিরাবেন এবং দুই তারবীহার মাঝে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসবেন; তারপর মুক্তাদীদের কে নিয়ে বিতির পড়বেন।
রমজান মাস ছাড়া অন্য সময় বিতির জামাতের সাথে আদায় করবে না।

باب صلاة الجنازة

পরিচ্ছেদ: জানাজার নামাজ

১. মাসআলা: যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তার পা কেবলার দিকে করে তাকে চিৎ করে কেবলামুখী করে সরিয়ে দিবে। সম্ভব হলে মাথার নিচে বালিশ বা অন্য কোন উঁচু জিনিস দেবে যেন পুরোপুরি কেবলামুখী হয়ে যায়। তারপর তার পাশে বসে কালিমা পড়তে থাকবে, যেন সে তা শুনে শুনে নিজে নিজেই তা পড়তে থাকে। তাকে পড়তে আদেশ করবে না। কেননা এ সময়টা খুবই নাজুক ও সংকটময়। বারবার আদেশের ফলে হয়তো বা তার মুখ হতে কোন অবাঞ্ছিত কথা বের হয়ে যেতে পারে। তখন হিতে বিপরীত হবে।
২. মাসআলা: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পূর্বে তার নিকট পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েজ নয়।
৩. মাসআলাঃ মৃত্যুর সাথে সাথে কবর খনন, কাফন সংগ্রহ এবং গোসলের ব্যবস্থা করবে। আগরবাতি জ্বালিয়ে চৌকি বা চওড়া তক্তপোশের চতুর্দিকে ৩,৫ বা ৭ বার ধোঁয়া দিবে।
তারপর তাতে লাশ শুইয়ে দিয়ে তার নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত শরীর ঢেকে রেখে অন্য সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলবে।
৪. মাসআলাঃ মুর্দার চুল আঁচড়াবে না, নখ, চুল ইত্যাদি কাটবে না।
৫. মাসআলাঃ পুরুষের গোসল দেওয়ার জন্য কোন পুরুষ পাওয়া না গেলে, তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মেয়েলোক মাহরাম হলেও তাহাকে গোসল দিতে পারবে না। তাহার স্ত্রী না থাকিলে তায়াম্মুম করাতে হবে। কিন্তু শরীরে হাত লাগাবে না। তায়াম্মুম করাবার সময় হাতে কাপড় পেঁচিয়ে নিবে।

৬. মাসআলাঃ স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে এবং কাফন পরাতে পারে, ইহা জায়েয। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে ও হাত লাগাতে পারবে না; কিন্তু দেখা বা কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগান জায়েজ আছে। (ইখতেলাফ আছে)
৭. মাসআলাঃ যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী আত্মীয়, তাহারই গোসল দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি এরূপ লোক গোসল না দিতে পারে, তবে যথাসাধ্য কোন দীনদার পরহেযগার লোকেই গোসল দেওয়া ভাল।
৮. মাসআলাঃ গোসল দেওয়ার সময় যদি দূষণীয় কিছু দৃষ্ট হয় বা আল্লাহ না করুন মুর্দার চেহারা কাল বা বিকৃত দেখা যায়, তবে খবরদার! কস্মিনকালেও কাহারও নিকট বলবে না এবং আলোচনাও করবে না; ইহা না-জায়েয। অবশ্য ঐ মৃত ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ যথা, নাচ বা গান-বাদ্য কিংবা ব্যভিচার করত (অথবা সুদ, ঘুষ খাইত বা যুলুম করত) তবে অন্য লোকে যাহাতে এইসব গোনাহ হতে বাঁচিয়া থাকে, তদুদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করা জায়েয আছে।
৯. মাসআলা: জানাজার নামাজে ইমাম মৃতের বক্ষ বরাবর দাঁড়াবে। ইমামের পেছনে মুক্তাদিদের কাতার হবে।

জানাজার নামাজ আদায়ের নিয়ম

সবাই আল্লাহর ইবাদত হিসেবে জানাজার ফরজ আদায়ের নিয়ত করবে। উল্লেখ্য, নিয়ত মনে মনে করা ফরজ। মুখে পড়া ফরজ নয়। তাই মনে মনে শুধু এতটুকু নিয়ত করলেই হবে যে, জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়াহ, চার তাকবিরের সহিত এই ইমামের পেছনে আদায় করছি। নামাজ আল্লাহর জন্য দোয়া মাইয়্যেতের জন্য। এরপর তাকবিরে তাহরিমা বলবে এবং কান পর্যন্ত হাত ওঠাবে। এরপর ছানা পড়বে। এরপর তাকবির বলে দরুদ পাঠ করবে। এই তাকবিরে হাত ওঠাবে না। তারপর তৃতীয় তাকবির বলে মৃত ব্যক্তি ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। তখনো হাত ওঠাবে না। তারপর চতুর্থ তাকবির বলবে। তখনো হাত ওঠাবে না। অতঃপর ডান ও বাম দিকে সালাম ফেরাবে।
ইমাম তাকবির উচ্চ স্বরে বলবে এবং বাকি দোয়া-দরুদ অনুচ্চ স্বরে পড়বে। মুক্তাদিরা সবই অনুচ্চ স্বরে পড়বে।

কাফন দাফনের তরিকা

১. মাসআলাঃ (পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা- ইযার, কোর্তা এবং চাদর।) স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত; যথা, কোর্তা, ইযার, ছেরবন্দ, চাদর এবং সীনাবন্দ। ইযার মাথা হতে পা পর্যন্ত, চাদর উহা হতে হাতখানেক বড় এবং কোর্তা গলা হতে পা পর্যন্ত হবে; কিন্তু কোর্তার কল্লি বা আস্তিন হবে না। (শুধু মাঝখান দিয়া কিছু ফেড়ে মাথা ঢুকিয়ে দিতে হবে।) ছেরবন্দ (১২ গিরা চওড়া এবং তিন হাত লম্বা) এবং সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নীচ হতে রান পর্যন্ত হবে, লম্বায় এতটুকু হতে হবে যেন বাঁধা যায়।
২. মাসআলাঃ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তাহার নাম রাখবে, উপরোক্ত নিয়মে গোসল, কাফন এবং জানাযার নামায পড়ে দাফন করবে।
৩. মাসআলাঃ যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হয়েছে, প্রসবকালে জীবিত হওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায় নাই, তাহাকেও গোসল দিতে হবে এবং তাহার নামও রাখতে হবে। কিন্তু নিয়ম মত কাফন দেওয়া (ও জানাযা পড়ার) আবশ্যক নেই। একখানা কাপড় দিয়ে কবরে মাটি দিয়া রাখলেই চলবে।
৪. মাসআলাঃ মাইয়্যেতের গোসল, (কাফন) এবং জানাযা যেমন ফরযে কেফায়া, দাফন করাও তেমনই ফরযে কেফায়া।
৫. মাসআলাঃ মাইয়্যেতকে দ্রুত কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। কিন্তু এইরূপ দ্রুত দৌড়াবে না যে, লাশ নড়তে থাকে। (এরূপ দ্রুত দৌড়ানো মাকরূহ।)
৬. মাসআলাঃ জানাযার সঙ্গে যারা যাবে, জানাযা কাঁধ হতে নামিয়ে রাখার পূর্বে তাহাদের বসা মাকরূহ। অবশ্য দরকারবশতঃ বসলে দোষ নেই।
৭. মাসআলা: বগলি কবর সিন্দুকী কবরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু যদি মাটি নরম হয়, বগলি খুঁড়লে কবর বসে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে বগলি কবর খুঁড়বে না।
(কবর খুঁড়ার নিয়মঃ প্রথমে দিক সোজা করে উত্তর শিয়রে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে ১ হাত (পৌনে দুই হাত) এবং ২, ২.৫ কিংবা ৩ হাত গভীর একটি গর্ত খুঁড়বে। তারপর তাহার পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের ভিতর নীচে ছোট একটি গর্ত খুঁড়িবে, ইহাকে বগলি কবর বলে। আর যদি ঐ গর্তটির মাঝখানে (শোয়াইবার জন্য) ছোট একটি গর্ত খোঁড়া হয়, তবে তাহাকে সিন্দুকী কবর বলে।

প্রশ্নমালা:
১. যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি করণীয়?
২. স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে কিনা?
৩. স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে কিনা?
৪. গোসল দেওয়ার সময় যদি দূষণীয় কিছু দৃষ্ট হয় তখন করণীয় কি? সুন্দর করে উত্তর দাও।
৫. জানাজার নামাজ আদায়ের নিয়ম সুন্দর করে বর্ণনা করো ?
৬. ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তার ক্ষেত্রে করণীয় কি? সুন্দর করে বলো।
৭. যে শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হয়েছে, তার ক্ষেত্রে করণীয় কি? সুন্দর করে বলো।
৮. কবর খুঁড়ার নিয়ম সুন্দর করে বর্ণনা দাও ?

باب الشهيد

পরিচ্ছেদ: শহীদ

১. মাসআলা: শহীদ হলো সেব্যক্তি যাকে মুশরিকরা (কাফেররা) হত্যা করেছে, অথবা যুদ্ধের ময়দানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, অথবা তাকে মুসলমানগণ অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে অথচ তার কতলের বিনিময়ে কোনো দিয়ত ওয়াজিব হয়নি।
২. মাসআলা: এরূপ ব্যক্তিকে কাফন পরানো হবে
জানাযার নামাজ পড়া হবে তবে গোসল দেওয়া হবে না।
৩. মাসআলা: আর জুনূবী (যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে) ব্যক্তি শহীদ হলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট তাকে গোসল দেওয়া হবে।
৪. মাসআলা: শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না, শহীদের রক্ত ধৌত করা হবে না এবং তার কাপড়-চোপড়ও খোলা হবে না। তবে চামড়া দ্বারা তৈরি পোশাক তুলা ভরা কাপড়, মোজা এবং যুদ্ধাস্ত্র খুলে ফেলবে।
৫. মাসআলা: মুরতাসকে গোসল দেওয়া হবে এবং যুদ্ধে আহত হয়ে পরবর্তীতে পানাহার করা অথবা ঔষধ ব্যবহার করা, অথবা জ্ঞান থাকা অবস্থায় তার উপর এক ওয়াক্ত সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকা, অথবা যুদ্ধের ময়দান হতে জীবিত অবস্থায় সরিয়ে আনা হয় তাকে মুরতাস বলা হয়।
৬. মাসআলা: আর কোনো ব্যক্তিকে শরিয়তের বিচারে কোনো অপরাধের শাস্তিতে অথবা হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হলে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযার নামাজও পড়া হবে।
৭. মাসআলা: রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে অথবা ডাকাতি
করতে গিয়ে নিহত হলে তার উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে না।

প্রশ্নমালা:
১. শহীদ কাকে বলে ? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।
২. শহীদ কত প্রকার ও কি কি ? সুন্দর করে বর্ণনা দাও।
৩. শহীদ ব্যক্তিকে জানাযা এবং গোসল দেওয়া হবে কিনা ? সুন্দর করে বুঝে বলো।
৪. মুরতাদ কাকে বলে ? এবং মুরতাসের বিধান কি ? সুন্দর
করে বুঝে উত্তর দাও।
৫. রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাতি করে মারা গেলে তাঁর বিধান কি ? সুন্দর করে উত্তর দাও।

باب: حكم المساجد

পরিচ্ছেদ: মসজিদের বিধান

১. মাসআলা: মুসল্লিদের নামাজ পড়ার জন্য আসতে বাধা হয় এভাবে মসজিদের দরজা বন্ধ করা মাকরুহে তাহরীমী। অবশ্য নামাজের সময় ব্যতিরেকে অন্য সময় মাল-আসবাবের হেফাজতের জন্য দরজা বন্ধ করা জায়েজ।
২. মাসআলা: মসজিদের দরজা ও প্রাচীরে যদি কেউ নিজস্ব পয়সা দিয়ে কারুকার্য করে তবে তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে মিহরাবের ও পশ্চিম দিকের দেয়ালে কারুকার্য করা মাকরুহ। মসজিদের সম্পদ বা চাঁদা করা তাহবিল থেকে যদি এরূপ কারুকার্য করা হয় তবে তা না জায়েজ।
৩. মাসআলা : কারো পায়ে যদি কাঁদা মাটি লাগে, তবে তা মসজিদের দেয়ালে বা খুঁটিতে মোছা মাকরুহ।
৪. মসজিদের ভেতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু ফেলা বা নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যদি থুতু ফেলার বা নাক পরিষ্কার করার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে নিজের কাপড় বা রুমাল দ্বারা পরিষ্কার করে ফেলবে।

প্রশ্নমালা:
১. কোন মসজিদে নামাজ আদায় করা মাকরুহ ? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।
২. মসজিদের সম্পদ বা চাঁদা করা টাকা দিয়ে মসজিদের কারুকার্য করা যাবে কিনা? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।
৩. মসজিদের ভেতরে বা মসজিদের দেওয়ালে থুথু ফেলার বিধান কি ? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।

كتاب الزكٰوة

অধ্যায়: যাকাত

যাকাতের পরিচয়
জাকাত এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে النمو বৃদ্ধি পাওয়া الطهارة তথা পবিত্র করা
পারিভাষিক সঙ্গা:
স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেওয়াকে যাকাত বলা হয়।

নেসাব পরিমাণ সম্পদ
যাকাতদাতাকে পূর্ণ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে । যার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে তার উপর যাকাত ফরয হয় না।
আর এ নেসাব হলো, সংসারের যাবতীয় খরচের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা এদের সমমূল্যের সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা । এটা যাকাত ফরজ হওয়ার মূল শর্ত

باب: على من تجب الزكٰوة.

যাদের উপর যাকাত ফরয হয়

১. সুস্থমস্তিষ্ক
২. আযাদ

৩. বালেগ মুসলমান
৪. স্বাধীন হওয়া
৫. ঋণমুক্ত হওয়া
৬.এক বছর মালিকানায় থাকা
৭. ব্যবসায়ের মাল হওয়া
৮. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া এ সকল শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত আদায় করা তার ওপর ফরয হয়ে যায়।

باب من لا تجب الزكوٰة

যেসব ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়

১. গোলাম (দাস)
২. অপ্রাপ্তবয়স্ক
৩.পাগল
৪.মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ গোলামের উপর ।
৫.ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার সমস্ত সম্পত্তি ঋণ দ্বারা আক্রান্ত ।
এ সকল ব্যক্তিদের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

باب ليس على ما تجب الزكوٰة

যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয়

২. মাসআলা: নিজ ও পোষ্য পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও বাহনের ওপর যাকাত ফরয নয়।
৩. মাসআলা: গৃহের আসবাবপত্র যেমন খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, আলমারি ইত্যাদি এবং গার্হস্থ সামগ্রী যেমন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তা যত উচ্চমূল্যেরই হোক না কেন।
৪. মাসআলা: ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে নিম্নোক্ত মালের উপর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব নয়।
১.বসবাসের ঘর ২.পরিধেয় বস্ত্র ৩.ঘরের আসবাবপত্র ৪.আরোহণের পশু তথা যানবাহন ৫.সেবার জন্য ভাতা প্রদত্ত দাস-দাসী ৫.ব্যবহারের হাতিয়ার ৭.হারানো মাল ৮.সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মাল ৯.ছিনতাইকৃত মাল ১০.মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ স্থান জানা নেই ১১. ঋণে প্রদত্ত মাল ,গ্রহীতা বারবার অস্বীকার করেছে অতঃপর কোন একসময় স্বীকার করেছে ১২.লুণ্ঠিত মাল

باب على ما تجب الزكوٰة

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়

সব ধরনের সম্পদ ও সামগ্রীর ওপর যাকাত ফরয হয় না। বরং ৪ জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয়।
১. সোনা-রুপা
২. টাকা-পয়সা
৩. পালিত পশু (নির্ধারত নিয়ম অনুযায়ী)
৪. ব্যবসার পণ্যে যাকাত ফরয হয়।

باب زكوة الذهب

পরিচ্ছেদ: স্বর্ণের জাকাত

স্বর্ণের নিসাবের বিবরণ

স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল।
অর্থাৎ: সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ পুর্ণ এক বছর থাকলে, তাকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে অর্ধ মিসকাল স্বর্ণ যাকাত দিতে হবে।(হাদীস)

باب زكوة الفضة

পরিচ্ছেদ: রৌপ্যের জাকাত

রৌপ্যের নিসাবের বিবরণ

রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হল দু'শ দিরহাম।
আধুনিক হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। এ পরিমাণ সোনা-রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে।
মাসআলা: যদি সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

باب زكوة العروض

পরিচ্ছেদ: আসবাবপত্রের জাকাত

ব্যবসার আসবাবপত্রের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, তা যে প্রকারেই হোক না কেন; যখন এর মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয়। আসবাব পত্রকে স্বর্ণ-রুপা হতে যার সাথে মূল্যবান নির্ধারণ করলে ফকির মিসকিনের বেশি উপকার হয় তার সাথে মূল্য নির্ধারণ করবে।

মাসআলা: প্রয়োজনের উদ্ধৃত্ত টাকা-পয়সা বা বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ হয় তাহলে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়েছে ধরা হবে এবং এর যাকাত দিতে হবে।
মাসআলা: কারো ঋণ যদি এত হয় যা বাদ দিলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। -
কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসিদ্ধ মাসআলাটি সকল ঋণের ক্ষেত্রে নয়। ঋণ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক. প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়। খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়।
প্রথম প্রকারের ঋণ সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব বাকি থাকে কিনা তার হিসাব করতে হবে। নিসাব থাকলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যে সকল ঋণ উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় যেমন কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং বানানো অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাতের হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না। -

باب من يجوز دفع الزكوة

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে

কুরআন মজীদে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এখাত ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۶۰

যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা তাওবা : ৬০

১. ফকির
২. মিসকিন
৩. জাকাত আদায়ের কর্মচারী(এ বিধানটি বর্তমান বন্ধ)
৪. মন আকৃষ্টকরণ (এ বিধানটি বর্তমান বন্ধ)
৫. দাসমুক্তি (এ বিধানটি বর্তমান বন্ধ)
৬. ঋণমুক্তি
৭.জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ(বর্তমান যামানায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে জাকাত দেওয়া অধিক উওম।)
৮. মুসাফিরকে
বি:দ্র: যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, ইসলাম প্রচার, ইমাম-মুয়াজ্জিনের বেতন-ভাতা দেওয়া, ওয়াজ মাহফিল করা, দ্বীনি বই-পুস্তক ছাপানো, ইসলামী মিডিয়া তথা রেডিও, টিভির চ্যানেল করা ইত্যাদিও জায়েয নয়।মোটকথা, যাকাতের টাকা এর হক্কদারকেই দিতে হবে।
আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়াই উত্তম। ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

باب من لا يجوز الزكوة

যাদেরকে যাকাত দেওয়া নিষেধ

নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে নিজের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতিন এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

প্রশ্নমালা:
১. যাকাতের পরিচয় সুন্দর করে বর্ণনা করো ?
২. নেসাব পরিমাণ সম্পদ বলতে কি বুঝায় ? সুন্দর করে বলো।
৩. কাদের উপর যাকাত ফরয হয় ? সুন্দর করে বুঝে বলো।

৪. কোন কোন জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয় ? সুন্দর করে বর্ণনা দাও।
৫. কোন কোন জিনিসের উপর যাকাত ফরয হয় ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
৬. কাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে এবং কাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না ? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।

باب صدقة الفطر

পরিচ্ছেদ: সদকায়ে ফিতর

সদকাতুল ফিতরের পরিচয় :
ফেকাহশাস্ত্রবিদদের নিকট ঈদুল ফিতরের দিন ধনবান ব্যক্তির উপর তার নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয় তাকে صدقة الفطر বলা হয়।
শরিয়ত মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

باب على من تجب صدقة الفطر.

পরিচ্ছেদ: সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব

সদকাতুল ফিতরের নিসাব জাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ। অর্থাৎ কারো কাছে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা তার সমমূল্যের নগদ অর্থ কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। যাঁর ওপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব, তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের অধীনদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন। তবে এতে জাকাতের মতো এক বছর অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়। এমনকি পবিত্র রমজানের শেষ দিনেও যে নবজাতক দুনিয়ায় এসেছে কিংবা কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে।

مقدار صدقة الفطر

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ :

খাদ্যের বদলে মূল্য দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় : রাসুল (সা.)-এর যুগে মোট চারটি পণ্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করা হতো। খেজুর, কিশমিশ, যব ও পনির। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আমরা এক সা পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা পরিমাণ যব অথবা এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা পরিমাণ কিশমিশ দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।
ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, উল্লিখিত খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে সেগুলোর কোনো একটিকে মাপকাঠি ধরে তার মূল্য আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। ।
উত্তম হলো, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি মূল্যের খাদ্যবস্তুকে মাপকাঠি ধরে ফিতরা আদায় করা।

সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময় : পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম। তবে জাকাতের মতো সে সময়ের আগে রমজান মাসেও তা আদায় করা যায়।

প্রশ্নমালা:

১. সুন্দর করে সদকাতুল ফিতরের পরিচয় দাও ?

২. সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব ? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।

৩. সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ এবং টাকা দিয়ে তা আদায় করা যাবে কিনা? সুন্দর করে বুঝে উত্তর দাও।

كتاب الصوم

অধ্যায়: রোজা

রোজা উর্দু শব্দ আরবী الصوم থেকে অর্থ হচ্ছে: কঠোর সাধনা করা,আত্নসংযম, অবিরাম প্রচেষ্টা ইত্যাদি। পারিভাষিক সংঙ্গা: নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম صوم তথা রোজা। প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ মুসলিমের উপর রমযানের রোযা ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

অর্থ : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।-সূরা বাকারা : ১৮৫

باب مسائل رؤية الهلال

পরিচ্ছেদ: চাঁদ দেখার মাসআলা

১. মাসআলা : শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পরদিন থেকে রোযা রাখতে হবে। নতুবা শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করার পর রোযা রাখা শুরু করবে।

২. মাসআলা : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রোযা শুরুর জন্য এমন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট হবে, যার দ্বীনদার হওয়া প্রমাণিত।

৩. মাসআলা : আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের খবর যথেষ্ট নয়; বরং এত লোকের খবর প্রয়োজন, যার দ্বারা প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চাঁদ দেখা গেছে। কেননা, যে বিষয়ে অনেকের আগ্রহ ও সংশ্লিষ্টতা থাকে তাতে দু' একজনের খবরের উপর নির্ভর করা যায় না।

باب نية الصوم

পরিচ্ছেদ: রোজার নিয়ত

১. মাসআলা : রোযার নিয়ত করা ফরয। নিয়ত অর্থ সংকল্প। যেমন মনে মনে এ সংকল্প করবে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আগামী কালের রোযা রাখছি। মুখে বলা জরুরি নয়।

২. মাসআলা : ফরয রোযার নিয়ত রাতেই করা উত্তম। রাতে নিয়ত করতে না পারলে দিনে সূর্য ঢলার অর্থাৎ যোহরের আগে নিয়ত করলেও রোযা হয়ে যাবে।

৩. মাসআলা : পুরো রমযানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়; বরং প্রত্যেক রোযার নিয়ত পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে। কারণ প্রতিটি রোযা ভিন্ন ভিন্ন আমল (ইবাদত)। আর প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত করা জরুরি।

সাহরী

১. মাসআলা: সাহরী খাওয়া সুন্নাত। পেট ভরে খাওয়া জরুরি নয়, এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হবে। অনেককে দেখা যায় সারা মাস সেহেরি ও ইফতারের সময় এমন আয়োজন করে থাকে কেমন যেন এটাই জীবনের শেষ খানা। আসলে তা ঠিক নয়।
২. মাসআলা : দেরি না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা মুস্তাহাব।

ইফতারের সময় দুআ

ইফতারের সময় দুআ কবুল হয় তাই এ সময় বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করতে থাকবে। বিশেষত এই দুআ করবে-

اَللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ و تَغْفِر لي

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই রহমতের উসীলায় প্রার্থনা করছি যা সকল বস্তুতে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।
আর ইফতার গ্রহণের সময় এ দুআ পড়বে–
اَللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।

مسائل نواقص الصيام

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

باب الأشياء التي تجب بها القضاء والكفارة

পরিচ্ছেদ:যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি

১. মাসআলা : রমযানে রোযা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।
২. মাসআলা : রোযা রেখে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।
৩. মাসআলা : বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।
৪. মাসআলা : সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খানাপিনা করলে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে কাযা-কাফফারা দু'টোই জরুরি হবে।

কাফফারা আদায়ের নিয়ম

১. একটি দাস আজাদ করা।
২.অথবা দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা।
৩. অথবা ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা আহার করানো।

باب الأشياء التي يجب القضاء

পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে শুধু কাযা করতে হয়।

১.অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা

ভেঙ্গে যাবে।
২. কোন অখাদ্য খেলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা
করতে হবে।
৩. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে যদিতা থুথুর সাথে ভেতরে চলে যায়, তবে রক্তের পরিমাণ থুথুর সমান বা বেশি হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
৪. হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে
রোযা ভেঙ্গে যাবে।আর এটা যে ভয়াবহ গুনাহের কাজ তা বলাইবাহুল্য।
৫. মুখে বমি চলে আসার পর
ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।
৬. রোযা অবস্থায় হায়েয বা
নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙ্গে
যাবে। পরে তা কাযা করতে হবে।
৭. নাকে ওষুধ বা পানি দিলে
তা যদি গলার ভেতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে।
৮. মলদ্বারের ভেতর ওষুধ বা
পানি ইত্যাদি গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে ।
৯.রোযা রাখা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার বা রোযা নষ্ট হয়ে
গেছে ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাযা করা জরুরী হবে।

باب :الأشياء التي لا تفطر بها الصيام
পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে রোযা ভাঙে না

১. কোনো রোযাদার রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে তার রোযা নষ্ট হবে না। তবে রোযা স্মরণ হওয়ামাত্রই পানাহার ছেড়ে দিতে হবে।
২. চোখে ওষুধ-সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।
৩. বীর্যপাত ঘটা বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া জায়েয। তবে কামভাবের সাথে চুমু খাওয়া যাবে না।
৪. অনিচ্ছাকৃত বমি হলে (মুখ ভরে হলেও) রোযা ভাঙ্গবে না। তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজে ভেতরে চলে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না।
৫. শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে না।
৬. স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতের ধরুন বীর্যপাত হলে।
৭. মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত পেটের ভেতর ঢুকে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না।
৮. অনুরূপ ধোঁয়া বা ধুলোবালি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলা বা পেটের ভেতর ঢুকে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না।
৯. চোখের দু' এক ফোটা পানি মুখে চলে গেলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবে তা যদি গলার ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

باب: لمن يجوز أن تفطر الصيام
পরিচ্ছেদ: যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে

১. মুসাফির।
২. অনেক অসুস্থ ব্যক্তি।
৩. গর্ভবতী নারী, সন্তানের প্রাণহানী বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর প্রবল আশঙ্কা করলে।
৪. দুগ্ধদানকারিনী সন্তানের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্কা করলে।

৫. দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে রোযা রাখতে অক্ষম।

باب مسائل الفدية

পরিচ্ছেদ: ফিদয়া

এক রোযার পরিবর্তে এক ফিদয়া ফরয হয়। এক ফিদয়া হলো, কোনো মিসকীনকে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো অথবা এর মূল্য প্রদান করা।

১. মাসআলা: যাদের জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা রমযানের শুরুতেই পুরো মাসের ফিদয়া দিয়ে দিতে পারবে। (অর্থাৎ দুর্বল বৃদ্ধ ও এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার ভবিষ্যতে রোযার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।)
২. মাসআলা : ছুটে যাওয়া রোযার কাযা সম্ভব না হলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদয়া দেওয়ার অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। অসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে ফিদয়া দেয় তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। তবে মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করে গেলে সেক্ষেত্রে মিরাসের ইজমালী সম্পদ থেকে ফিদয়া দেওয়া হবে না। একান্ত দিতে চাইলে বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দিতে পারবে।

প্রশ্নমালা:
১. রোজা কাকে বলে ? সুন্দর করে বলো।
২. রমজান মাসে রোযার নিয়ত করার বিধান কি ? বুঝে উত্তর দাও।
৩. সুন্দর করে সহীহ শুদ্ধ করে সেহরি ওইফতারের দুআ বলো ?
৪. কোন কোন কারণে রোজার কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ? সুন্দর করে মুখস্থ বলো।
৫. কাফফারা আদায়ের নিয়ম কি ?
৬. কোন কোন কারণে রোজা শুধু কাযা করতে হয় ? বর্ণনা দাও।
৭. কি কি কারণে রোজা ভাঙ্গে না ? বিশদ বিবরণ দাও।
৮. কোন কোন ব্যক্তিদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে ? সুন্দর করে বর্ণনা দাও।
৯. ফিদয়া দেওয়ার নিয়ম সুন্দর করে বুঝে বর্ণনা দাও ?

باب الإعتكاف

পরিচ্ছেদ: ই'তিকাফ

ইতিকাফের পরিচয় : ইতিকাফ আরবি শব্দ। এটি আরবি শব্দ 'عكف' ধাতু থেকে উদগত। অর্থ- অবস্থান করা।
শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জাগতিক কাজকর্ম ও পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষ সময়ে ও বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে নিজেকে আবদ্ধ রাখাকে ইতিকাফ বলে।

১. মাসআলা: এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকলে প্রতিটি মসজিদে ইতিকাফ করা উত্তম। তবে তা জরুরি নয়। বরং যেকোনো মসজিদে ইতিকাফ করলে মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট।
২. মাসআলা: ইতিকাফ স্বেচ্ছায় পালন করতে হবে। শরিয়তে বিনিময় দিয়ে ভাড়া করে ইবাদত পালন করার সুযোগ নেই। তাই কাউকে টাকার বিনিময়ে ইতিকাফ করা এবং করানো সম্পূর্ণ নাজায়েজ। এভাবে ইতিকাফ করানোর দ্বারা মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হতে পারবে না।

৩. মাসআলা: মসজিদ থেকে বের হওয়া ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের আদবের খিলাফ কোনো কাজ করা বা মুসল্লিদের ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী মুতাকিফ ব্যক্তি বায়ু নির্গমনের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে।
৪. মাসআলা: শেষ দশকের সুন্নত ইতিকাফকারীর জন্য মানবীয় ও শরয়ী বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়, বের হলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। সুতরাং ফরজ গোসল ছাড়া গরম ও গায়ের দুর্গন্ধের কারণে গোসল করার জন্য বের হওয়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ, যদি অতীব প্রয়োজন হয় এবং মসজিদে গোসলের সুব্যবস্থা থাকে, তাহলে মসজিদেই গোসল করবে অথবা ভেজা গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে।

৫. মাসআলা: এই ইতিকাফের শেষ সময় হলো ঈদের চাঁদ ওঠার দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাই ২৯ রমজান বা ৩০ রমজান সূর্যাস্তের আগে যদি চাঁদ দেখা যায়, তবু সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হতে পারবে।

নারীদের ইতিকাফ: পুরুষদের মতো করে নারীদের ইতিকাফ করাও সুন্নত। তবে নারীদের মসজিদের বদলে ঘরে ইতিকাফ করা উত্তম। ঘরের নির্দিষ্ট নামাজের স্থানে তারা ইতিকাফ করতে পারে। আর কারো যদি নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকে তাহলে নামাজের নির্দিষ্ট স্থানকে কাপড় দিয়ে ঘেরাও করে তাতে ইতিকাফের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত, ‘রাসুল (সা.) রমজানের শেষের দশকে ইতিকাফ করেছেন ইন্তেকাল পর্যন্ত। এরপর তাঁর স্ত্রীগন ইতিকাফ করেছেন।

প্রশ্নমালা:
১. ইতিকাফ কাকে বলে বুঝিয়ে বলো ?
২. ভাড়া করে কাউকে ইতিকাফে বসানোর বিধান কি ? সুন্দর করে উত্তর দাও।
৩. রমজানে শেষ দশকে ইতিকাফে বসার বিধান কি ? সুন্দর করে বলো।
৪. মহিলারা কিভাবে ইতিকাফ করবে ?

كتاب الحج
অধ্যায়: হজ্জ@@@

كتاب الحج
অধ্যায়: হজ্ব
মহান আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন।
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর হজ ফরজ করা হয়েছে যারা সেখান পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। সূরা আলে ইমরান ৯৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ইরশাদ করেছেন ; যদি সামর্থ্যবান মুসলমান হজ্ব না করে মারা যায় তবে তার ইচ্ছা চায় সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।

নামাজ পড়া যেমন ফরজ রোজা রাখা যেমন ফরজ তেমনিভাবে সামর্থ্যবান মুসলমানদের হজ্ব করাও তেমন ফরজ। যদি কোন মুসলমান হজ করাকে অস্বীকার করে। অথবা টাকা পয়সা অপচয় মনে করে তাহলে সেই কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খাঁটি নিয়তে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ করার তৌফিক দান করুন। আমীন

اركان الحج

হজের ফরজসমূহ

হজের ফরজসমূহ : হজের ফরজ তিনটি।

১. ইহরাম বাঁধা।

২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখ সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে ঈদুল আজহার দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। এ সময়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে হজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

৩. আরাফায় অবস্থানের পর কাবা শরিফে সাত চক্কর লাগানো, যাকে তাওয়াফে জিয়ারত বলা হয়।

واجبات الحج

হজের ওয়াজিবসমূহ

১. মুজদালিফায় অবস্থান করা। এর সময় হলো জিলহজের ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২. সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর লাগানো, যাকে সাঈ বলা হয়। চক্কর লাগানো শুরু হবে সাফা থেকে আর শেষ হবে মারওয়ায়।

৩. কুরবানীর দিনসমূহে রময়ে জিমার করা। (শয়তানকে পাথর মারা)

৪. তামাত্তু ও কিরান হজকারীদের দমে শোকর তথা হজের কোরবানি করা।

৫. হারামে কোরবানির দিনসমূহে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা।

৬. মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা তাওয়াফে সদর তথা তাওয়াফে 'বিদা' করা।

(((৭. তাওয়াফ ও দৌড়ার সময় হাদাসে আকবার ও হাদাসে আছগার থেকে পবিত্র থাকা।

৮. নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা।

৯. প্রত্যেক তাওয়াফের পর দু'রাকাআত নামাজ পড়া।

১০. মীকাত থেকে ইহরাম শুরু করা।)))

سنن الحج.

হজের সুন্নাতসমূহ :

হযরত সমূহ অনেক তন্মধ্যে কিছুটা দেওয়া হলো!

১. ইহরাম বাঁধার সময় গোসল বা অজু করা।

২. নতুন বা পরিষ্কার সাদা লুঙ্গি ও চাদর পরা।

৩. ইহরাম বাঁধার আগে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।

৪. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।

৫. মক্কার বাহিরের অধিবাসীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম করা।

৬. মক্কায় থাকাকালীন বেশি বেশি তাওয়াফ করা।

৭. 'ইজতিবা' করা। অর্থাৎ তাওয়াফ শুরু করার আগে চাদরের এক দিককে নিজের ডান বাহুর নিচে রাখা এবং অন্য দিককে বাঁ কাঁধের ওপর পেঁচিয়ে দেওয়া।
৮. তাওয়াফের সময় 'রমল' করা। রমলের পদ্ধতি হলো তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের সময় ঘন ঘন কদম ফেলা এবং উভয় কাঁধ হেলাতে হেলাতে চলা। (উল্লেখ্য, 'রমল' ও 'ইজতিবা' ওই তাওয়াফে সুন্নাত, যে তাওয়াফের পর সাঈ করা হয়)।
৯. তাওয়াফের প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া। (চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত উঁচিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া)
১০. কোরবানির দিনসমূহে মিনায় রাত যাপন করা।

محظورات الحج

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ :

১. ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বা এরূপ কাজে আকৃষ্টকারী কোনো কাজ না করা।
২. কোনো প্রকার হারাম কাজ না করা। এবং হড্ডগোল ও গালমন্দ এবং ঝগড়া থেকে বিরত থাকা।
৩. সুগন্ধি ব্যবহার না করা। যেমন-আতর, গোলাপ, জাফরান ইত্যাদি।
৪. পুরুষরা সেলাইকৃত বস্ত্র না পরা। যেমন-কোর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। সেরূপ মাথা বা মুখ ঢেকে রাখার কাপড়চোপড়।

৫. নখ, মাথার চুল, দাড়ি এবং নাভির নিচের কেশ ইত্যাদি কর্তন না করা।
৬. চুল বা (কেশ) শরীরের কোনো অঙ্গে ঘ্রাণযুক্ত তেল না লাগানো।
৭. হুদুদে হারামে গাছ বা ঘাস ইত্যাদি কর্তন না করা। হুদুদে হারামে এই কাজ সর্বাবস্থায় হারাম।
৮. স্থলের কোনো বন্য প্রাণী শিকার না করা। উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েজ হোক বা নাজায়েজ।)

তালবিয়া

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك،لبيك إن الحمد والنعمة و الملك لك، لا شريك لك

অর্থ: আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত! আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির। আপনার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও সম্পদরাজি আপনার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার।
আপনার কোন অংশীদার নেই।

واجبات الطواف

তাওয়াফের ওয়াজিব সমূহ

(১) শরীর পাক-সাফ রাখা, ওজু করা। মহিলাদের হায়েজ নেফাছ অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েজ নাই।
(২) ছতর ঢাকা। অর্থাৎ যেটুকু ঢাকা প্রত্যেক পুরুষ-নারীর জন্য ফরজ।
(৩) 'হাতীমে কা'বার' বাইরে থেকে 'তাওয়াফ' করা।
(৪) পায়ে হেঁটে 'তাওয়াফ' করা। অম ব্যক্তি খাটিয়ার মাধ্যমে 'তাওয়াফ' করতে পারেন।
(৫) 'হাজরে আস্ওয়াদ' থেকে শুরু করে ডানদিক দিয়ে 'তাওয়াফ' শুরু করা।
(৬) এক নাগাড়ে বিরতিহীন ভাবে 'সাতবার চক্কর' দিয়ে 'তাওয়াফ' পূর্ণ করা।
(৭) 'সাত চক্করে' এক 'তাওয়াফ', এটা পূর্ণ হলেই 'তাওয়াফের' নামাজ পড়া।

زيارة المدينة المنوره

যিয়ারাতে মদীনাহ

হজ্জের পূর্বে অথবা পরে (সুবিধামত) সময়ে হাজীদল তথা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:) এর কবর যিয়ারত করে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জিয়ারত সর্বসম্মত ভাবে সর্বাধিক সওয়াবের কাজ এবং যাবতীয় মান মর্যাদা ও উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মদিনার পানে রওনার শুরু থেকেই দুরুদ শরীফ ও ইস্তেগফার পাঠ করা আরম্ভ করে দিবে।। বেশি বেশি দরুদ ইস্তেগফার অব্যাহত রাখবে। যখন মদিনা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয় তখন খুব বেশি পরিমান আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে দুরুদ শরীফ পড়বে। হৃদয় বিগলিত করবে চুক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরাবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনী ও বিভিন্ন স্মৃতি মনে করবে। উম্মাহর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ভালোবাসা ও দরদ কত বেশি ছিল তা স্মরণ করবে। এবং সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূল সা: এর রেখে যাওয়া সুন্নত ও জিম্মাদারি আদায় করার চেষ্টা করবে। এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি দোয়া ও কান্নাকাটি করবে।

বদলী হজ্জ

যে সকল মুসলিম নর-নারীর উপর হজ্জ ফরজ ছিল, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ মৃতুযবরণ করে অথবা জীবিত কিন্তু শারিরীক দুর্বলতা ও অসুস্থতা ও অক্ষমতার কারণে হজ্জ করতে অপারগ হয়, অথবা মৃত্যুর আগে ওয়াসিয়্যত করে যায় । তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে বিশেষ করে বিজ্ঞ আলেম বা হজ্জে পারদর্শী ব্যক্তি দ্বারা তাঁর বদলী হজ্জ করাতে পারবে। অর্থাৎ যাঁর জন্য বদলী হজ্জ করা হবে তাঁরই নামে ইহরাম পরিধান ও নিয়্যাত করে অন্য একজন হজ্জ আদায় করতে পারবে। তাহলে ওই ব্যক্তি থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা:

১. হজ্জের ফরজ কয়টি ও কি কি?
২. হজ্জের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?
৩. হজের সুন্নত গুলো কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা করো?
৪. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ কি কি? সুন্দর করে বর্ণনা দাও।
৫. হজের তালবিয়াটা সুন্দর করে বলো?
৬. তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ সুন্দর করে বর্ণনা করো?
৭. মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারতের বর্ণনা দাও?
৮. বদলি হজ কাকে বলে এবং বদলি হজ্ব করা যাবে কিনা সুন্দর করে উত্তর দাও?